দৈনিক বাংলা

21 JUL 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বাংলাদেশ তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

14

রুহুল আমিন হাওলাদারের জীবনবৃত্তান্ত

জনাব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ১৯৫৩ সালে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পটুয়াখালীর গলাচিপা খারিজ্জমা হাইস্কুলে এবং কবি নজরুল ইসলাম সরকারী কলেজে পড়াশুনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন এবং পরে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।

জনাব হাওলাদার ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৯ নং সেক্টরে সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন।

১৯৭৪ সালে তিনি বরিশাল জেলা ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৭৪-৭৫ সালে ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

তিনি ১৯৭৬-৭৭ সালে ঢাকা মহানগরী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার ও একই সময়ে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন।

জনাব হাওলাদার ১৯৭৭-৭৮ সালে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় শ্রমিক দলের আহবায়ক ছিলেন। তিনি একই সময়ে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন।

বরিশালের বাকেরগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে ১৯৭৯ সালে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। একই সময়ে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি কমনওয়েলথ কনফারেন্সে যোগদান করেন।

১৯৮১ সালে তিনি পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঐ দায়িত্বে ছিলেন।

তিনি ১৯৮৩ সালের ৪ এপ্রিল বিএনপির (হুদা-মতিন) সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৯৮৪ সালে তিনি জনদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৫ সালে তিনি জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ঐ বছর পবিত্র হজব্রত পালন করেন।

১৯৮৬ সালে তিনি বাকেরগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে জাতীয় সংসদের সদস্য হন এবং একই বছরের নবেম্বরে তিনি জাতীয় সংসদের হুইপ নির্বাচিত হন।

১৯৮৭ সালে তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার পালন করেন।

১৯৮৮ সালে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং একই বছরের ১০ ডিসেম্বর তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৮৮ সালে তিনি জাতিসংঘের নিরস্ত্রকরণ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৮৯ সালে জেনেভায় তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য এসেম্বলীতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

তিনি যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সৌদী আরব, কাতার, দুবাই, কুয়েত, বাহরাইন, থাইল্যান্ড, হংকং, জাম্বিয়া নাইজেরিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশ সফর করেন।

জনাব হাওলাদার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিবাহিত এবং এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

১৯৮৯ সালের ১৯ জুলাই জনাব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।